চল্লিশটি মহামূল্য রত্ন

(চালিশ জাওয়াহের পারে)

সংকলনে

হযরত মির্যা বশির আহমদ (রাঃ)

প্রকাশনায়: মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ।

৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

১ম বাংলা সংস্করণ - ২৫০০কপি

আমান, ১৩৬১ হিঃশাঃ

মোতাবেক

মার্চ, ১৯৮২ খ্রীঃ

২য় বাংলা সংস্করণ - ২০০০ কপি

অক্টোবর, ২০০৬ খ্রীঃ

মুদ্রণে:

ইন্টারকন এসোসিয়েটস্

৫৬/৫ ফকিরেরপুল বাজার

মতিঝিল, ঢাকা।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ) কর্তৃক সংকলিত 'চালিশ জাওয়াহের পারে'-এর সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ 'চল্লিশটি মহামূল্য রত্ন' শিরোনামে পুস্তকটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশ হয়েছিল ১৯৮২ সালে। অনেক দিন আগেই এর মজুদ শেষ হয়ে গেছে।

চাহিদার প্রেক্ষাপটে এ বইটির ২য় সংস্করণ প্রকাশ করা হল। এ সংস্করণে বইটি সাধু ভাষার পরিবর্তে চলিত ভাষায় প্রকাশের পাশাপাশি পাঠকদের সুবিধার্থে হাদিসসমূহের আরবীর পাশাপাশি বাংলা উচ্চারণ সন্নিবেশন করা হয়েছে।

এ সংস্করণ প্রকাশে যারা যেভাবেই অবদান রেখেছেন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রত্যেককেই উত্তম পুরস্কার দান করুন, আমীন।

আশাকরি, হযরত রসূলে করীম (সা.) আমাদিগকে যেভাবে জীবন পরিচালনা করার তাগিদ দিয়েছেন আমরাও সে আলোকেই নিজেদের প্রতিদিনের জীবন পরিচালনা করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে বিশেষ যত্নবান হব।

ওয়াস্‌সালাম

খাকসার
মাহবুবুর রহমান
সদর
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

৩১ অক্টোবর ২০০৫ খ্রীঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রকাশকের কথা

ইনসানে কামেল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় ব্যবহারিক জীবনে কামেল শরীয়ত ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করে সর্বকালের সর্বস্তরের মানুষের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ রেখে গেছেন। কেবলমাত্র তাঁর উৎকৃষ্টতম আদর্শের অনুসরণে বিশ্বমানবের কল্যাণ ও আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভ করা যায়।

হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) উক্ত আদর্শের অনুকরণে আল্লাহতায়ালার নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামাতের সদস্য হিসাবে আমাদেরও রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উৎকৃষ্ট আদর্শের অনুসরণ করা জরুরী। এ উদ্দেশ্যে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের সকল আহমদীর জন্য হযরত মির্যা বশির আহমদ (রা.) সংকলিত "চালিশ জাওয়াহের পারে' হাদিস সংকলনের সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ প্রকা করেছে।

এই সংকলনটি অনুবাদের কাজে সাবেক জেলা কায়েদ অধ্যাপক আমীর হোসেন সাহেবের সহযোগিতার জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। অনুবাদের পান্ডুলিপিটি মোহতরম আমীর সাহেব, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া, প্রয়োজনীয় সংশোধন করে আমাদেরকে সংকলনটি প্রকাশনায় যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। আরও কতিপয় ভ্রাতা উক্ত পুস্তিকাটি প্রকাশনার ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন। আল্লাহতা'লা সংশ্লিষ্ট সকলকেই জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন।

আশাকরি, এই হাদিস পুস্তিকার বিষয়বস্তু অনুধাবন ও আমল আমাদের খোদ্দাম ও আতফাল ভাইয়েরা বিশেষভাবে যত্নবান হবে।

আল্লাহতা'লা আমাদের ও ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুলিয়তের মর্যাদা দান করুন। আমীন। ওয়াস্সালাম।

৩১ অক্টোবর ২০০৫ খ্রীঃ

খাকসার
মাহবুবুর রহমান
সদর
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	ভূমিকা হাদিসের সংজ্ঞা	৭
২।	বর্ণনাকারীদের শ্রেণীবিভাগ	৮
৩।	হাদিসের প্রামাণ্য কিতাবসমূহ	৮
৪।	হাদিসের শ্রেণী বিভাগ	১১
৫।	হাদিস ও সুন্নাহর মধ্যে পার্থক্য	১৩
৬।	চল্লিশটি হাদিস সংগ্রহ	১৪
৭।	ঈমানের ছয়টি বিষয়	১৫
৮।	ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ	১৬
৯।	নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পাঁচটি অনন্য বৈশিষ্ট্য	১৭
১০।	রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ শরীয়তদাতা নবী	১৯
১১।	উদ্দেশ্যানুযায়ী কর্মের প্রতিফল পাবে	২০

১২। আল্লাহ্ অন্তঃকরণ দেখেন ২১
১৩। সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় মুসলমানের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য ২২
১৪। সর্বপ্রকার অপছন্দনীয় কাজ দেখে সংশোধনের চেষ্টা কর ২৪
১৫। তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ কর, তোমার ভাইয়ের জন্য তা–ই পছন্দ কর ২৫
১৬। তোমার ভাই অত্যাচারী হউক অথবা অত্যাচরিত, তাকে সাহায্য কর ২৬
১৭। ইসলামে এতায়াতের উচ্চমান ২৭
১৮। যালেম শাসকের নিকট সত্য কথা বলা উত্তম জেহাদ ২৮
১৯। ছোটদের প্রতি রহম কর এবং বড়দের হক আদায় কর ২৯
২০। আল্লাহ্তায়ালার শরীক করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা কথা বলা জঘন্য পাপ ৩০
২১। সন্তান-সন্ততিকে সম্মান কর এবং উত্তম তরবিয়ত দাও ৩২
২২। স্ত্রী গহণে ধার্মিকতাকে প্রাধান্য দাও ৩৩
২৩। উত্তম ব্যক্তি সে, যে স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করে ৩৪
২৪। ধার্মিক স্ত্রী সে, যে স্বামীর হক আদায় করে ৩৫

২৫।	যিনি এতিমকে লালন-পালন করেন জান্নাতে তিনি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সাথী হবেন	৩৬
২৬।	প্রতিবেশীর প্রতি সদাচারী হওয়ার পরম তাগিদ	৩৭
২৭।	যুদ্ধ কামনা করোনা, কিন্তু যুদ্ধ হলে দৃঢ়তার সাথে লড়াই কর	৩৮
২৮।	দুশমনের সাথেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করো না এবং শিশু ও নারীদেরকে হত্যা করো না	৩৯
২৯।	ধ্বংসকারী সাতটি পাপ	৪০
৩০।	নেশার বস্তু সামান্য পরিমাণও হারাম	৪২
৩১।	প্রতারক খাঁটি মুসলমান বলে গণ্য হতে পারে না	৪২
৩২।	পরজাতির অনুসরণ করো না	৪৩
৩৩।	হৃদয় ঠিক থাকলে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই আপনা আপনি ঠিক হয়ে যাবে।	৪৪
৩৪।	যে কথা হৃদয়ে দংশন করে তা পরিহার কর	৪৫
৩৫।	হীনমন্যতা ধ্বংসাত্মক অনুভূতি	৪৬

৩৬। সত্যিকারের তওবা গুণাহ্ মুছে দেয় ৪৭
৩৭। মুমেন এক গর্তে দু'বার দংশিত হয় না ৪৮
৩৮। সদাচরণ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আমল নাই ৪৮
৩৯। অপর জাতির সম্মানিত ব্যক্তিগণকে সম্মান কর ৪৮
৪০। শ্রমিকের ঘাম শুকানোর অগেই তার মজুরি দাও ৫০
৪১। সেটাই নিকৃষ্ট ভোজ যাতে কেবল ধনীরা আমন্ত্রিত ৫০
৪২। উপরের হাত নিচের হাত অপেক্ষা উত্তম ৫১
৪৩। স্বীয় উত্তরসূরীদেরকে ভাল অবস্থায় রেখে যাও ৫২
৪৪। প্রত্যেকেই জিম্মাদার এবং তার অধীনস্থদের জন্য জবাবদিহি করতে হবে ৫৩
৪৫। জ্ঞানান্বেষণ মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরয ৫৪
৪৬। প্রত্যেক জ্ঞানের কথা মুসলমানদের হারানো সম্পদ ৫৫

ভূমিকা

হাদিসের সংজ্ঞা ঃ

হাদিস আরবী শব্দ (বহুবচনে আ-হাদিস), যার মূল অর্থ-এরূপ কটি বক্তব্য যা পুরোপুরি নতুন অথবা নতুনভাবে পেশ করা হয়েছে। যেহেতু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথার মধ্যে বহু নতুন এবং মূল্যবান সত্য নিহিত রয়েছে, সেজন্য তাঁর কথাকে হাদিস বলা হয়। সুতরাং হাদিস বলতে আমরা বুঝি আমাদের প্রভু সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথার মধ্যে বহু নতুন এবং মূল্যবান সত্য নিহিত রয়েছে, সেজন্য তাঁর কথাকে হাদিস বলা হয়। সুতরাং হাদিস বলতে আমরা বুঝি আমাদের প্রভু সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র কথা যা তিনি বাস্তবিকই বলেছেন অথবা যা তাঁর জীবনের কোন ঘটনার সাথে সম্পর্কিত (সাক্ষ্য প্রামাণাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত) এবং যা কিছুকাল পরে তাঁর সাহাবী এবং পরবর্তীকালের অন্যান্য মুসলিম বর্ণনাকারীর মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে।

হাদিস বর্ণনার পদ্ধতি ঃ

আ-হাদিস বর্ণনার ধারা এভাবে প্রবাহিত হয়েছেঃ কোন সাহাবী যিনি ব্যক্তিগতভাবে হযরত রসূলে করীম (সা.)- কে কোন কথা বলতে শুনেছেন অথবা তাঁকে কোন কিছু করতে দেখেছেন, তিনি (ঐ সাহাবা), অন্যান্যদের কাছে তাঁদের শিক্ষার জন্য বলতেন, যারা হযরত রসূলে করীম (সা.)-কে সে কথা বলতে অথবা সে কাজ করতে দেখেনি অথবা তাঁর মহিমান্বিত যুগকে পাননি।

হাদিসের বর্ণনাকারীদের শ্রেণী বিভাগ ঃ

হাদিসের বর্ণনাকারীদের বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। তাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হলেন ঐ সকল মুসলমান বর্ণনাকারী যারা নিজেরাই নিজ কানে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্টলামকে কোন কিছু বলতে শুনেছেন অথবা নিজ চোখে তাঁকে কোন কিছু করতে দেখেছেন। তাঁরা হলেন সাহাবী। দ্বিতীয় শ্রেণীতে রয়েছেন "তাবেঈন" যারা কোন সাহাবীর কাছ থেকে শুনে অন্যান্যদেরকে বলেছেন। তার পরের শ্রেণীতে রয়েছেন তাবে-তাবেঈনগণ। অনুরূপভাবে সাধারণ বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিক শৃঙ্খল রয়েছে।

হাদিসের প্রামাণ্য কিতাবসমূহঃ

সাধারণভাবে দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর মাঝামাঝি হতে তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত হাদিসমূহ পুস্তকাকারে সংগৃহীত ও সংকলিত হয়েছে। হাদিসের অনেক কিতাবের মধ্যে ছয়খানা কিতাব খুবই বিশ্বাসযোগ্য এবং প্রামাণ্য। ঐ গুলিকে 'সিহাহ সিত্তাহ' বা ছয়খানা প্রামাণ্য গ্রন্থ বলা হয়।

১। সহীহ বুখারী হাদিস গ্রন্থটি হযরত ঈমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আল বুখারী (রহ.) (১৯৪ হি.-২৫৬হি.) কর্তৃক সংকলিত। এটি সবচাইতে বেশি বিশ্বাসযোগ্য এবং প্রামাণ্য, তাই পবিত্র কুরআনের পরেই এটির স্থান।

২। সহীহ মুসলিম হাদিস গ্রন্থটি সংকলন করেছেন হযরত ইমাম মুসলিম বিন আল হাজাজ আল নিসাপুরি (২০৪হি.-২৬১হি.)

৩। উৎকৃষ্টতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার দিক হতে সহীহ বুখারীর পরেই এর স্থান।

সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিমকে 'দুইখানি নির্ভুল গ্রন্থ' বা 'সহীয়াইন' - বলা হয়।

৩। জামে তিরমিযি হাদিস গ্রন্থটি হযরত ঈমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা আল তিরমিযি (২০৯হি.-২৭৯হি.) কর্তৃক সংকলিত। তিনি ইমাম বুখারী (রহ.) এর শিষ্য ছিলেন এবং তার সংগৃহীত হদিসও যথেষ্ট মর্যাদা সহকারে গ্রহণ করা হয়।

৪। সুনান আবু দাউদ হাদিস গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন হযরত ইমাম আবু দাউদ সোলায়মান বিন আল আশাস আস-সিজ্জিস্তানী (২০২হি.-২৭৫হি.)। আইনসঙ্গত বিষয়ের সংগ্রহ এবং বিন্যাস সম্পর্কে এর স্থান যথেষ্ট উচ্চে। ৫। সুনান আন-নিসাই (২১৫ হি.-৩০৬হি.) কর্তৃক সম্পাদিত। এটিও খুবই বিশ্বাসযোগ্য হাদিসগ্রন্থ।

৬। সুনান ইবনে মাজা হাদিস গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন ইয়াজিদ বিন মাজা আল কিমবাইনী (২০৯হি.-৩৭৩হি.)। এটি সহীহ হাদিস গ্রন্থগুলির মধ্যে ষষ্ঠতম।

এই সকল মোহাদ্দেসিন (অর্থাৎ হাদিসের সংকলনকারী মনিষী) তাদের সমস্ত জীবন হাদিসের অন্বেষণে অতিবাহিত করেছেন এবং শত সহস্র সংগ্রহীত আ-হাদিসের মধ্যে হতে নিজ নিজ গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন।

উপরোক্ত ছয়খানা হাদিস গ্রন্থ ছাড়াও আরও দু'টি বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ হাদিসগ্রন্থ আছে।

১। মুয়াত্তা হাদিস গ্রন্থটি হযরত ইমাম মালেক ইবনে আনাস আল মাদানী (৯৫হি.১৭৯হি.) কর্তৃক সম্পাদিত। ফিকাহ বা আইন শাস্ত্রের অন্যতম মধ্যস্থতাকারী ইমাম মালেকের উচ্চ মর্যাদার কারণেই হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ মোহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) সহীহ বুখারীর চাইতেও এই গ্রন্থকে প্রামাণ্য মনে করতেন। ইমাম মালেকের অনুসারীগণ 'মালেকী' বলে পরিচিত।

২। মসনদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল আল বাগদাদী (১৬৪হি.-২৪২হি.) ইমাম আহমদ বিন হাম্বলও ইমাম মালেকের ন্যায় হাদিস ও ফিকাহ বা আইন শাস্ত্রের অন্যতম পন্ডিত ছিলেন। তাঁর সংকলিত হাদীস নিঃসন্দেহে উচ্চ মর্যাদা রাখে। কিন্তু তাঁর পুত্রের অসতর্কতার কারণে তাঁর মূল্যবান সংকলনে কিছু দুর্বল হাদিসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের অনুসারীদের 'হাম্বলী' বলা হয়।

ফিকাহ বা আইন শাস্ত্রের আরও দুজন ইমাম রয়েছেন তারা হলেন হযরত আবু হানিফা (রহ.) (৮০হি.-১৫০হি.) ও হযরত শাফীঈ (রহ.)।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর অনুসরণকারীদের সংখ্যা সর্বাধিক। তাই তিনি ইমামে আযম নামে প্রসিদ্ধ।

ইমাম শাফীঈ (রহ.) সংকলিত হাদিস গ্রন্থের নাম কিতাবুল ইমাম।

হাদিসের শ্রেণী বিভাগ ঃ

হাদিস বিশেষজ্ঞগণের মতে বহুল পরিচিত হাদিসের শ্রেণীগুলো নিম্নরূপঃ

১। হাদিস-ই-কউলীঃ যে হাদিসে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর মুখ নিঃসৃত বাক্যের উদ্ধৃতি দেয়া হয়।

২। ফে'লি হাদিস ঃ যে হাদিসে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর দ্বারা সম্পাদিত কোন কর্মের বর্ণনা দেয়া থাকে।

৩। তাক্‌রিরী হাদিস ঃ যে হাদিসে এরূপ ঘটনার বর্ণনা থাকে যে, রসুলুল্‌রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন সাহাবা তাঁর সম্মুখে কিছু করেছিলেন অথবা বলেছিলেন অথচ আল্লাহর রসুল (সা.)-এর বিরোধিতা করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে আরবী শব্দ তাকরির অর্থ বক্তৃতা নয় বরং কোন কিছুকে সমর্থন করা বুঝায়।

৪। হাদিসে কুদ্‌সী ঃ আল্লাহর নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যে বিষয়ের বর্ণনা অথবা নির্দেশ দান করেছেন অথচ সেগুলি নাযিলকৃত কুরআনের আয়াত হতে ভিন্ন, তাকেই হাদিসে কুদ্‌সী বলে।

৫। মা'রফু' হাদিস ঃ যে হাদিসে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত বর্ণনাকারীর সূত্র অনুসরণ করা হয় এবং বর্ণনাকারীর ধারাবাহিকতায় কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা পাওয়া যায় না।

৬। মাউ'কুফ হাদিস ঃ যে হাদিসে বর্ণনাকারীর সূত্র সর্বশেষ বর্ণনাকারীর পূর্বে খুব বেশিদূর অগ্রসর হয় না এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত এই সূত্র পাওয়া যায় না। তবে হাদিসটির প্রকৃতি, তাৎপর্য ও ধারা দেখে

দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি হয় যে, এটা অবশ্যই আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত।

৭। মুত্তাসিল হাদিস ঃ যে হাদিসের প্রত্যেকটি বর্ণনাকারী পরিচিত এবং তাদের নাম ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যাদের কেউই অনুল্লেখিত বা নিরুদ্দিষ্ট নয়।

৮। হাদিসে মুন্‌কাতিঃ যে হাদিসের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণের মাপকাঠি স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও সাধুতার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ।

৯। যয়িফ হাদিস ঃ যে হাদিসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে এ বা একাধিক বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য নয়।

১০। মাওযু হাদিস ঃ মিথ্যাবাদী কর্তৃক বর্ণিত হাদিস, যা মনগড়া বলে প্রমাণিত তাকে মাওযু হাদিস বলে।

১১। আসার (বহুবচন-আ-আসার)ঃ সাহাবার ভাষ্যকে আসার বলা হয়। যেহেতু হাদিস গ্রন্থের বর্ণনা আসারের মাধ্যমেই হয়, এজন্য অনেক সময় সাধারণভাবে আসার ও হাদিসের মধ্যে পার্থক্য করা কষ্টকর হয়।

হাদিস ও সুন্নাহর মধ্যে পার্থক্য ঃ

সকল হাদিসের বর্ণনা স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে মৌখিকভাবে প্রচারিত হয়েছে যা বর্ণনাকারীগণ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাদের অন্তরে সংগৃহীত করে রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে হিজরতের দু'শত হতে আড়াইশত বছর পর এই সমস্ত হাদিস সংগ্রহ ও অত্যন্ত সতর্কভাবে সংকলন করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়। সুন্নাহর কোন রেকর্ড রাখা হয় নাই। বরং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ জীবনে যে আচার–অনুষ্ঠান পালন করেছেন এবং তাঁর সাহাবাগণ নিজেদের জীবনে যা অনুকরণ করেছেন এবং অন্যান্যদের দ্বারা করিয়েছেন এটি তারই বিবরণ। সাহাবীগণ তাাদের জীবনে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ধর্মাচরণকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছিলেন এবং পরবর্তী বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে তাই অনুকরণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ পবিত্র কুরআন শরীফে নামাযের নির্দেশের বিস্তারিত বর্ণনা না থাকলেও রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনার্থে নামায আদায়ের বাস্তব উদাহরণ রেখে সাহাবীগণকে আল্লাহর এই নির্দেশ পালনে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। অনুরূপভাবে সাহাবীগণ তাঁদের ক্রিয়া-কর্মকে তাবেঈনগণের নিকট এবং তারা পুনরায় তাবে-তাবেঈনগণের নিকট পরিচালতি করেছেন। একটি সত্য ও বাস্তব ধর্মের রীতি এমনিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জাতি হতে জাতিতে অপরিবর্তিতভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে।

অতএব সুন্নাহ স্পষ্টতঃই হাদিস হতে পৃথক এবং হাদিস অপেক্ষা আরও বেশি মূল্য ও স্থয়িত্বের দাবীদার। তবে হাদিসও এমন সব মৌখিক বিবরণ যার সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ রয়েছে (অন্তত ফে'লী ও তকরিরি হাদিসের ক্ষেত্রে)। নিঃসন্দেহে এই ঐতিহাসিক অমূল্য রত্নের জ্ঞানগত ও আধ্যাত্মিক মূল্যও অপরিসীম।

চল্লিশটি হাদিস সংগ্রহ ঃ

যদি কোন মুসলমান (পুরুষ, মহিলা ও শিশু) এই ৪০টি হাদিসের প্রকৃত মর্ম অনুযায়ী মুখস্ত ও আমল করে তবে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী এটিই তার জন্য সুখ, শান্তি, দয়া ও ক্ষমার এক উৎস হয়ে যাবে। এই পুস্তিকার চল্লিশটি হাদিসকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। কারণ প্রথমত ঃ পবিত্র কুরআন অনুযায়ী চল্লিশ একটি গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা। দ্বিতীয়ত ঃ হাদিস গ্রন্থে রসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন, "আমার উম্মতের সংশোধনের জন্য যে বা যারা অন্তত আমার চল্লিশটি হাদিস মুখস্ত করবে, শেষ বিচারের দিনে আল্লাহপাক তাকে একজন মধ্যস্থতাকারী বা সুপারিশকারী হিসেবে উত্থিত করবেন এবং আমি তার একজন সাক্ষী হব ও তার ইমানের সমপক্ষে সাক্ষ্যদান করব।" (বায়হাকী)

সংক্ষেপিত

চল্লিশটি মহামূল্য রত্ন

(চালিশ জাওয়াহের পারে)

(১)

ঈমানের ছয়টি বিষয় ঃ

উচ্চরণঃ আন্ উমারাব নিল খাত্তাবি ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আল্ ঈমানু আন তুমিনাবিল্লাহি ওয়ামালাইকাতিহি ওয়াকুতুবিহি ওয়া রাসূলিহী ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি ওয়া তুমিনা বিল ক্বাদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি। (মুসলিম)

অর্থাৎ- হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলে করিম (সা.) বলেছেন, ঈমান এই তুমি বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেস্তাগণের উপর, তাঁর কিতাবসমূহ ও রসুলগণের উপর এবং পরকালের উপর। এ ছাড়াও বিশ্বাস কর 'তকদীরের' ভাল মন্দের উপর। (মুসলিম)

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ ঃ

উচ্চারণ ঃ আবিনি উমরা ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বুনিয়াল ইসলামু আলা খামসিন শাহাদাতু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু ওয়া ইকামুস্‌সালাতি ওয়া ইতাউজ যাকাতি ওয়া হাজ্জুল বাইতি ওয়া সাউমু রামাযানা। (বুখারী)।

অর্থাৎ-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলে করিম (সা.) বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। (১) এই বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল। (২) নামায কায়েম করা (৩) যাকাত আদায় করা (৪) বায়তুল্লাহ-তে (আল্লাহর ঘরে) হজ্জ পালন করা এবং (৫) রমযান মাসে রোযা রাখা। (বুখারী)

নবী করিম (সা.) এর পাঁচটি অনন্য বৈশিষ্ট ঃ

উচ্চারণঃ আন জাবিরিন ক্বালা ক্বালা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা উতিতু খামছান লাম ইউতাহুন্না আহাদুন কাবলি নুসিরতু বির রো'বি মাসিরাতা শাহরিন ওয়া জুইলাত লিয়াল আরজু মাসজিদাও ওয়া তাহুরা ওয়া উহিল্লাৎ লিয়াল গানাইমু ওয়া লাম তাহিল্লা লিআহাদিন কাবলি ওয়া উতিতুশ শাফাআতা ওয়া কানান্নাবিয়্যু ইউবআছু ইলা কাওমিহি খাছ্ছাতান ওয়া বুইছতু ইলান নাসি আম্মাতান। (বুখারী)

অর্থাৎ-হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলে করিম (সা.) বলেছেন, আমাকে আল্লাহ এমন পাঁচটি বিষয় দান করেছেন যা আমার পূর্বে অপর কোন নবীকে দান করা হয় নাই। প্রথমতঃ আমাকে এক মাসের দূরত্ব পরিমাণ এলাকার উপর প্রবাব বিস্তারের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ সমস্ত জমিনকে আমার জন্য মসজিদ ও পবিত্র করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ মালে গণিমত (যুদ্ধলব্ধ মাল) আমার জন্য হালাল করা হয়েছে (এটি আমার পূর্বে কখনও আইনসিদ্ধ ছিল না)। চতুর্থত ঃ আমাকে আল্লাহর কাছে শাফায়াত করার অধিকার দেয়া হয়েছে। পঞ্চমত ঃ আমার পূর্ববর্তী নবীগণকে বিশেষ জাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু আমাকে সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। (বুখারী)

রসুলে পাক (সা.) শেষ শরীয়তদাতা নবী ঃ

উচ্চারণঃ আন আবি হুরইরাতা (রা.) ইয়াকুলু ক্বালা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা "ইন্নি আখিরুল আনবিয়াই ওয়া ইন্না মাসজিদী হাযা আখিরুল মাসাজিদি। (মুসলিম)

অর্থাৎ-হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলে করিম (সা.) বলেছেন, আমি আখেরী নবী এবং আমার এই মসজিদ (মদীনার মসজিদে নববী) আখেরী মসজিদ। (মুসলিম)

(৫)

উদ্দেশ্যানযায়ী কর্মের প্রতিফল পাবেঃ

উচ্চারণ ঃ আন ওমারাব নুলখাত্তাব কালা সামে'তু রাসুলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইয়াকুলু ইন্নামাল আমালু বিন নীয়্যাতি ওয়া ইন্নামা লি-কুল্লিমরিইম মা নাওয়া। (বুখারী)

অর্থাৎ- হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, নিয়্যত বা উদ্দেশ্য দ্বারাই কর্ম নির্ধারিত হয়। আর প্রত্যেকেই তার নিয়্যত অনুযায়ী কর্মফল বা প্রতিদান পাবে। (বুখারী)

(৬)

আল্লাহ্ অন্তঃকরণ দেখেন ঃ

উচ্চারণ ঃ আন আবি হুরায়রাতা ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইন্নাল্লাহা লা ইয়ানযুরু ইলা সুওয়ারিকুম ওয়া আমওয়ালিকুম ওয়ালাকিন ইয়ানযুরু ইলা কুলুবিকুম ওয়া আ'মালিকুম। (মুসলিম)

অর্থাৎ-হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তোমাদের আকৃতি ও সম্পদের প্রতি লক্ষ্য করেন না; বস্তুত তিনি তোমাদের অন্তঃকরণ এবং কর্মের প্রতি লক্ষ্য করেন। (মুসলিম)

সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় মুসলমানের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য ঃ

উচ্চারণ ঃ আন আবি হুরায়রাতা ক্বালা ক্বালা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মান আমানা বিল্লাহি ওয়া রাসুলিহী আকামাস্ সালাতা ওয়া সামা রামাযানা কানা হাক্কান আলাল্লাহি আই ইউদখিলাহুল জান্নাতা জাহাদা ফি সাবিলিল্লাহী আউ জালাসা ফিররাওযাতিল্লাতি ওলিদা ফিহা, ক্বালু আফালা নুবাশশিরুন্নাসা ইয়া রাসূলাল্লাহী কালা ইন্না ফিল জান্নাতি মিয়াতা দারাজাতিন আআদ্দাহাল্লাহু লিলমুজাহিদীনা ফি সাবিলিল্লাহী মা বাইনাদ্দারাজাতায়নি কামা বাইনাসসামায়ি ওয়াল আরজি ফাইযা সায়ালতুমুল্লাহা ফাস্আলুহুল ফিরদাউসা ফাইন্নাহু আওসাতুল জান্নাতি ওয়া আ'লাল জান্নাতি ওয়া ফাওকাহা আরশুর রাহমানি ওয়া মিনহা তাতাফাজ্জারু আনহারুল জান্নাতি। (বুখারী)

অর্থাৎ- হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের প্রতি ঈমান আনে, নামায কায়েম করে, রমযানে রোযা রাখে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করানোর প্রতিশ্রুতি দেন যদিও সে (ঐ ব্যক্তি) আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে বা বাগান বাড়িতে ঘরেই (যে ঘরে তার জন্ম হয়েছে) বসে থাকে। তারা (সাহাবীরা) জিজ্ঞাসা করলেন; ইয়া রসুলুল্লাহ! আমরা কি এই সুসংবাদ লোকদের নিকট পৌঁছাব না? তিনি বললেন ঃ বেহেশতে এ রকম একশ দরজা আছে যেগুলো আল্লাহ তাঁর 'মুজাহিদ' বান্দার জন্য তৈরী করে রেখেছেন। --- আর সেই দরজাগুলির এক-একটির ব্যবধান জমিন ও আসমানের ব্যবধানের তুল্য। অতএব, (হে মুসলমানগণ!) যখন তোমরা আল্লাহর নিকট জান্নাতের কামনা কর, তখন তোমরা 'জান্নাতুল ফিরদাউস' কামনা করবে। কেননা, এটি জান্নাতের সব্যোৎকৃষ্ট দরজা। এর উপরে রহমান খোদার 'আরশ' অবস্থিত এবং সেখান হতে জান্নাতের সবকয়টি নহর উৎসারিত হয়েছে। (বুখারী)

(৮)

সর্বপ্রকার অপছন্দনীয় কাজ দেখে

সংশোধনের চেষ্টা কর ঃ

উচ্চারণ ঃ আন আবি সায়ীদিন ক্বালা সামি'তু রাসূলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লামা ইয়াকুলু মান রাআ মিনকুম মুনকারান ফাল ইউগাইয়্যেরহু বিইয়াদিহী ফাইল্লাম ইয়াসতাতি' ফাবিলিসানিহী ফাইল্লাম ইয়াসতাতি ফাবিক্বালবিহী ওয়া যালিকা আজআফুল ঈমানী। (মুসলিম)

অর্থাৎ-হযরত আবু সায়ীদ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, আমি রসুলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের মধ্যে যে কেউ (ধর্ম ও নৈতিকতা বিরোধী) অন্যায় কর্ম দেখে, তাহলে তার উচিত সে যেন নিজের হাতে তা পরিবর্তন করে দেয়। কিন্তু এর সামর্থ্য না থাকলে সে যেন কথার দ্বারা তা সংশোধনের চেষ্টা করে। আর যদি সে এতেও অসমর্থ হয়, তাহলে অন্তত নিজ অন্তরে এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে (এবং দোয়ার দ্বারা তার সংশোধন কামনা করে) এবং (জেনে রাখ), এটি সর্বাপেক্ষা দুর্বল প্রকৃতির ঈমান। (মুসলিম)

(৯)

তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ কর, তোমার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করঃ

উচ্চারণঃ আন আনাসিন ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ওয়াল্লাযী নাফসী বি ইয়াদিহী লা ইয়ুমিনু আহাদুকুম হাত্তা ইউহিব্বা লিআখীহি মা ইয়ুহিব্বু লিনাফসিহী। (বুখারী)

অর্থাৎ- হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সেই অস্তিত্বের কসম! যার হাতে আমার প্রাণ আছে, তোমাদের মধ্যে সেই বান্দা কখনো প্রকৃত মুমেন নয় যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা ভালবাসে তা নিজ ভাইয়ের জন্যও ভালবাসে। (বুখারী)

(১০)

তোমার ভাই অত্যাচারী হউক অথবা অত্যাচারিত তাকে সাহায্য কর ঃ

উচ্চারণঃ আন আনাসিন ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা উনসুর আখাকা যালিমান আও মাযলুমান ক্বালু ইয়া রাসুলাল্লাহি হাযা নানসুরুহূ মাযলূমান ফাকাইফা নানসূরুহু যালিমান ক্বালা তাখুযু ফাওকা ইয়াদাইহি। (বুখারী)

অর্থাৎ- হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ তোমার ভ্রাতার সাহায্য কর হোকনা সে অত্যাচারী বা অত্যাচরিত। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! অত্যাচারিত ভ্রাতার সাহায্যের ব্যাপার তো আমরা বুঝলাম, কিন্তু অত্যাচারী ভাইয়ের সাহায্য কি করে করব? তিনি (সা.) বললেন-তাকে অত্যাচার থেকে বিরত রেখে (অর্থাৎ-অত্যাচারীর অত্যাচার প্রতিরোধ করে)। (বুখারী)

ইসলামে এতায়াতের উচ্চমান ঃ

উচ্চারণঃ আনিবনি উমারা ক্বালা সামিতু রাসুলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইয়াকুলু আলাল মারইল মুসলিমি আসসামাও ওয়াত্তাআতু ফী মা আহাব্বা ওয়া কারিহা ইল্লা আইয়ূমারা বিমাসিইয়াতীন ফা ইন উমিরা বিমাসিয়াতীন ফালা সামআ ওয়ালা ত্বাআতা। (বুখারী)

অর্থাৎ- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, আমি রসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি প্রত্যেক মুসলমানের উপর তার উপরস্থ কর্মকর্তার কথা শুনা এবং মান্য করা বাধ্যতামূলক, যদিও তার ঐ সকল (আদেশ নিষেধের) কোনটা ভাল অথবা মন্দ লাগে। তবে সেই- সেই আদেশ ব্যতিরেকে যা খোদা এবং তাঁর রসুলের কোন আদেশ-নিষেধের পরিপন্থী। যদি এহেন কোন নির্দেশ প্রদান করা হয়, তাহলে তার এতায়াত করা নিষিদ্ধ। (বুখারী)

(১২)

যালেম শাসকের নিকট সত্য কথা বলা উত্তম জেহাদ ঃ

উচ্চারণঃ আন ত্বারিক্বিবনি শিহাবিন আন্না রাজুলান সাআলান্নাবিয়্যা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ওয়া ক্বাদ ওয়াযাআ রিজলাহু ফিল গারযি আইয়্যুল জিহাদি আফযালু ক্বালা কালিমাতু হাক্কিন ইনদা সুলতানিন জাবিরিন। (নিসাঈ)

অর্থাৎ- হযরত তারেক বিন শিহাব (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, একবার এক ব্যক্তি এমন এক সময় রসুলুল্লাহ (সা.)-কে প্রশ্ন করল যখন তিনি কোন সফরে অর্থাৎ জেহাদে যাবার জন্য 'রিকাবের' উপর পা রেখেছেন। সে জিজ্ঞাসা করল- ইয়া রসুলুল্লাহ কোন 'জেহাদ' উৎকৃষ্ট? তিনি (সা.) বললেনঃ অন্যায়কারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা। (নিসাঈ)

(১৩)

ছোটদের প্রতি রহম কর এবং বড়দের হক আদায় করঃ

উচ্চারণঃ আন্ আবদিল্লাহিবনি আমরিন আনিন্নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামা ক্বালা মাল্লাম ইয়ারহাম ছাগিরানা ওয়ালাম ইয়ারিফ হাক্কা কাবিরিনা ফালাইসা মিন্না। (আবু দাউদ)

অর্থাৎ- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের মধ্যে ছোটদের প্রতি রহম করেনা ও বড়দের 'হক' আদায় করে না আমাদের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। (আবু দাউদ)

আল্লাহতায়ালার শরীক করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা বলা জঘন্য পাপঃ

উচ্চারণঃ আন আবি বাকরাতা ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামা আলা উনাব্বিওকুম বিআকবারিল কাবাইরি সালাসান ক্বালু বালা ইয়া রাসূলাল্লাহি ক্বালা আল ইমরাকুবিল্লাহি ওয়া উকুকুল ওয়ালিদায়নি ওয়া জালাসা ওয়া কানা মুত্তাকিআন ফাক্বালা আলা ওয়া কাউলায যুরি ফামা যালা ইউকাররিরুহা হাত্তা কুলনা লায়তাহু সাকাতা। (বুখারী)

অর্থাৎ- হযরত আবু বকর (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার রসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, হে লোক সকল! আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় পাপকাজ সম্পর্কে অবগত করব? (সমবেত শ্রোতামন্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তিনি তিনবার এই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন) সাহাবীরা বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহর রসুল, আপনি উক্ত বিষয়ে আমাদেরকে অবগত করুন। তিনি বললেন, শোন, সবচেয়ে বড় পাপ আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, তারপর মাতাপিতার অবাধ্যতা এবং যথাযথ সেবাযত্নের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন। এরপর বালিশে হেলান অবস্থা হতে উঠে বসে তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে তিনি (সা.) বললেন, ভালভাবে শুনে রাখ, তারপর সবচেয়ে বড় পাপ হল মিথ্যা কথা বলা। তিনি তাঁর এই শেষের কথাকে বারবার বলতে লাগলেন। তখন আমাদের মনে হতে লাগল, যদি তিনি এরপর থেমে যেতেন! তাহলে বারবার বলাজনিত কষ্টের লাঘব হত। (বুখারী)

(১৫)

সন্তান-সন্ততিকে সম্মান কর এবং উত্তম তরবিয়ত দাওঃ

উচ্চারণ ঃ আন আনাসিবনি মালিকিন ইউহাদ্দিছু আন রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ক্বালা আকরিমু আউলাদাকুম ওয়া আহসিনু আদাবাহুম। (ইবনে মাজা)

অর্থাৎ- হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি রসুলুল্লাহ (সা.)-কে ইহা বলতে শুনেছি যে, নিজের সন্তান-সন্ততিকেও সম্মান কর, আর তাদের মধ্যে তালীম-তরবিয়তের উত্তম ছাদ দেয়ার চেষ্টা কর। (ইবনে মাজা)

(১৬)

স্ত্রী গ্রহণে ধার্মিকতাকে প্রাধান্য দাওঃ

উচ্চারণঃ আন আবি হুরাইরাতা (রা.) আন্না রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ক্বালা তুনকাহুল মারআতু লি আরবাইন লি মালিহা ওয়া লি হাসাবিহা ওয়া লি জামালিহা ওয়া লি দ্বিনীহা ফাযফার বিযাতিদ দ্বীনি তারিবাত ইয়াদাকা। (বুখারী)

অর্থাৎ- হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, স্ত্রী নির্বাচনে মানুষ চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে। কেউ স্ত্রীর ধন-

সম্পদ, কেউ স্ত্রীর বংশ বা আভিজাত্য, কেউ স্ত্রীর সৌন্দর্য এবং কেউবা তার ধর্মপরায়ণতার প্রতি লক্ষ্য রাখে। অতএব, হে মুসলমানগণ! তোমরা ধর্মপরায়ণা ও চরিত্রবতী জীবনসঙ্গিনী লাভের চেষ্টা কর। অন্যথায় তোমাদের হাত (সবসময়ের জন্য) ধূলায় থাকবে। (বুখারী)

(১৭)

উত্তম ব্যক্তি সে, যে স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করেঃ

উচ্চারণঃ আন যাবিরীন ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা খায়রুকুম খাইরুকুম লি আহলিহি ওয়া আনা খাইরুকুম লি আহলি। (তিরমিযি)

অর্থাৎ- হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের মর্ধে উৎকৃষ্ট ব্যক্তি সে, যে তার স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার করে, এবং আমি আমার স্ত্রীদের সাথে ব্যবহারের দিক থেকে সর্বোত্তম। (তিরমিযি)

(১৮)

ধার্মিক স্ত্রী সে, যে স্বামীর হক আদায় করেঃ

উচ্চারণঃ আন আবদিল্লাহিবনি আবি আওফা ক্বালা ক্বালা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ওয়াল্লাযি নাফসু মুহাম্মাদিন বিইয়াদিহি লাতুআদ্দিল মারআতু হাক্কা রাব্বিহা হাত্তা তুআদ্দী হাক্কা যাওযীহা। (ইবনে মাজা)

অর্থাৎ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবি আওফা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সেই অস্তিত্বের কসম যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ

আছে। কোন স্ত্রীলোক আল্লাহর কাছে "হক" আদায়কারী সাব্যস্থ হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার স্বামীর "হক" আদায় করে। (ইবনে মাজা)

(১৯)

যিনি এতিমকে লালন-পালন করেন জান্নাতে তিনি রসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথী হবেনঃ

উচ্চারণঃ আন সাহলিবনি সাদিন ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আনা ওয়া কাফিলুল ইয়াতিমা ফিল জান্নাতি কাহাতাইনি। (তিরমিযি)

অর্থাৎ-হযরত সাহল ইবনে সা'স (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, (যথাযথভাবে) এতীমের রক্ষণাবেক্ষনকারী ও প্রতিপালনকারী মুসলমান এবং আমি জান্নাতে এই দুই আঙ্গুলির ন্যায় অবস্থান করব। (এবং এটি বুঝানোর জন্য নবী করীম (সা.) তাঁর হাতের দুই আঙ্গুলি একত্র করে দেখালেন)। (তিরমিযি)

(২০)

প্রতিবেশীর প্রতি সদাচারী হওয়ার পরম তগিদঃ

উচ্চারণঃ আন আয়িশাতা রাযিয়াল্লাহু আনহা ক্বালাত ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মা যালা জিবরিলু ইউসিনী বিল জারি হাত্তা যানানতু আন্নাহু সাইয়ুওয়াররিছুহু। (বুখারী)

অর্থাৎ- হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, জীবরাইল (আ.) আমাকে প্রতিবেশীর প্রতি সদ্যবহার সম্বন্ধে আল্লাহর তরফ হতে বারবার এত বেশি তাগিদ দিচ্ছিলেন যে, আমি ভাবতে লাগলাম তিনি হয়তো তাদেরকে শীঘ্রই ওয়ারিশ ঘোষণা করবেন। (বুখারী)

(২১)

যুদ্ধ কামনা করো না, কিন্তু যুদ্ধ হলে দৃঢ়তার সাথে লড়াই করঃ

উচ্চারণঃ আন আবদিল্লাহিবনি আকি আওফা ক্বালা ক্বালা রাসুলুল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামা ইয়া আইয়্যুহান্নাসু লা তাতামান্নাউ লিকাআল আদুয়্যি ওয়াসআলুল্লাহাল আফিয়াতা ওয়া ইযা লাকীতুমূহুম ফাসবিরূ ওয়া'লামু আন্নাল জান্নাতা তাহ্তা যিলালিস সূইয়ুফি। (মুসলিম)

অর্থাৎ-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হে লোক সকল! তোমরা কখনো দুশমনের সাথে মোকাবিলার মনোভাব পোষণ করো না, বরং খোদার নিকট শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা কর। তবে যদি অবস্থার প্রেক্ষিতে তোমাদের দুশমনের মোকাবিলা করতেই হয়, তাহলে ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার সাথে তার মোকাবিলা করো এবং মনে রেখো যে, তলোয়ারের ছায়ার নীচেই জান্নাত রয়েছে। (মুসলিম)

(২২)

দুশমনের সাথেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করো না এবং শিশু ও নারীদেরকে হত্যা করো নাঃ

উচ্চারণঃ আন বুরায়দাতা ক্বালা ক্বানা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামা ইযা আম্মারা আমীরান আলা জায়শীন আও সারিয়্যাতীন ক্বালা উগযূ বিসমিল্লাহি----------ওয়া লা তাগুল্ল ওয়া লা তাগদিরূ ওয়া লা তুমাস্‌সিলূ ওয়া লা তাকতুলূ ওয়ালীদান------- ওয়ালামরাআতান। (মুসলিম)

অর্থাৎ- হযরত বুরায়দা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, যখন কোন লস্কর বা দল যুদ্ধের জন্য রওয়ানা করতেন তখন রসূলে করীম (সা.) তাদের দলপতিকে এই উপদেশ প্রদান করতেন, আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হও। কখনো খেয়ানত করো না। কখনো চুক্তি ভঙ্গ করো না। পুরাতন যুগের অসভ্য লোকদের মত শত্রুদের মৃতদেহের কোন অঙ্গচ্ছেদ করো না এবং কখনই শিশু বা নারীদেরকে হত্যা করো না। (মুসলিম)

(২৩)

ধ্বংসকারী সাতটি পাপ-অন্যায় খুন, সুদ খাওয়া, পরনিন্দা ইত্যাদিঃ

উচ্চারণঃ আন আবি হুরাইরাতা আনিন্নাবীয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ক্বালাজতানিবুস সাবয়াল মু'বিকাতি ক্বালু ইয়া সিহরু ওয়া ক্বাতলুন নাফসিল্লাতি হাররামাল্লাহু ইল্লা বিল হাক্কি ওয়া আকলুর রিবা ওয়া আকলু মালিল ইয়াতিমী

ওয়াততাওয়াল্লী ইয়াওমায যাহফি ওয়া ক্বাযফুল মুহসানাতীল মুমিনাতীল গাফিলাতে। (বুখারী)

অর্থাৎ- হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, হে মুসলমানগণ! তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় হতে সব সময় বেঁচে থাকবে, সাহাবীরা আরয করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করুন, তিনি (সা.) বললেন, খোদার সাথে কাউকেও শরীক করা, দৃষ্টি বিভ্রমকারীর পিছনে চলা অন্যায়ভাবে কোন লোককে হত্যা করা, সুদ গ্রহণ করা, অন্যায়ভাবে এতিমের মাল ভক্ষণ করা, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবিলায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা এবং সতী মুমেনা স্ত্রীলোকের নামে অন্যায় অপবাদ রটনা করা। (বুখারী)

(২৪)

নেশার বস্তু সামান্য পরিমাণও হারামঃ

উচ্চারণঃ আন জাবিরিবনি আবদিল্লাহি ক্বালা ক্বালা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মা আসকারা কাছিরুহু ফা ক্বালিলুহু হারামুন। (আবু দাউদ)

অর্থাৎ- হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যেই জিনিসের বেশি অংশগ্রহণে নেশার সৃষ্টি হয় তার সামান্য অংশও গ্রহণ করা হারাম। (আবু দাউদ)

(২৫)

প্রতারক খাঁটি মুসলমান বলে গণ্য হতে পারে নাঃ

উচ্চারণঃ আন্ আবি হুরায়রাতা (রা.) ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মান গাশশা ফালাইসা মিন্নি। (মুসলিম)

অর্থাৎ আবু হুরায়রাতা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন (ব্যবসা-বাণিজ্য এ ধরণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে) যে ব্যক্তি ধোঁকাবাজি করে এবং ভিতর-বাইরে এক প্রকারের রাখেনা, এইরূপ প্রতারক ব্যক্তির সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই। (মুসলিম)

(২৬)

পরজাতির অনুসরণ করো নাঃ

উচ্চারণঃ আনিবনি উমারা (রা.) ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামা মান তাশাব্বাহা বিকাউমিন ফা হুওয়া মিনহুম। (আবু দাউদ)

অর্থাৎ- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি (নিজ ধর্মীয় রীতিনীতি ও জাতীয় নিয়ম-কায়দা ছেড়ে) অন্য কোন দলের অনুসরণ করে, সে তারই অন্তর্ভুক্ত। (আবু দাউদ)

(২৭)

হৃদয় ঠিক থাকলে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আপনা আপনি ঠিক হয়ে যাবেঃ

উচ্চারণঃ আনিন নু'মানিবনি বাশিরিন (রা.) ক্বালা সামিতু রাসূলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইয়াকুলু ইন্না ফিল জাসাদি মুযগাতান ইযা সালুহাত সালুহাল জাসাদু কুল্লহু ওয়া ইযা ফাসাদাত ফাসাদাল জাসাদু কুল্লহু আলা ওয়া হিয়াল ক্বালবু। (বুখারী)

অর্থাৎ- হযরত নু'মান বিন বশির (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মানুষের দেহের ভিতর এরূপ একটি মাংসের টুকরা আছে যে, যখন তা ভাল থাকে তখন সমস্ত দেহই ভাল থাকে। আর যখন তা খারাপ হয়ে যায়, তখন গোটা দেহও খারাপ হয়ে পড়ে। জেনে রেখো, তা হল মানুষের হৃৎপিন্ড। (বুখারী)

(২৮)

যে কথা হৃদয় দংশন করে তা পরিহার করঃ

উচ্চারণঃ আন ওয়াবিসাতাবনি মা'বাদিন ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইসতাফতি নাফসাকা ইসতাফতি নাফসাকা ইসতাফতি নাফসাকা। আল বিররু মাতমাআন্নাত ইলাইহিন্নাফসু ওয়াত মাআন্না ইলাইহিল ক্বালবু ওয়াল ইছমু মা হাকা ফিননাফসি ওয়া তারাদ্দাদা ফিসসাদরি ওয়া ইনিফতাকান্নাসু। (মসনাদ আহমদ)।

অর্থাৎ- হযরত ওয়াবেসাত ইবনে মা'বাদ (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমার নিজ 'নফসের' (আত্মা) নিকট 'ফতওয়া' জিজ্ঞাসা কর, (একথা তিনি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন)। তিনি আরো বললেন, নেকী হল সেই বিষয়, যাতে তোমার 'নফস' শান্তিপ্রাপ্ত হয় এবং যার প্রতি তোমার হৃদয় তৃপ্তি অনুভব করে। আর, পাপ হল সেই বিষয় যাতে তোমার নিজের বিবেক দংশিত এবং সংকুচিত হয়, যদিও অন্যেরা এই বিষয়কে বৈধ বা জায়েয বলে ফতওয়াই দিক না কেন। (মসনদ আহমদ)।

(২৯)

হীনমন্যতা ধ্বংসাত্মক অনুভূতি ঃ

উচ্চারণঃ আন আবী হুরায়রাতা ক্বালা ইন্না রাসূলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ক্বালা ইযা ক্বালার রাজুলু হালাকান্নাছু ফাহুয়া আহলাকাহুম। (মুসলিম)

অর্থাৎ- হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন যে, যদি কেউ অন্য লোক বা জাতি সম্পর্কে বলে যে, সে ধ্বংস হয়ে

গেছে, তাহলে এই কথা দ্বারা,প্রকৃতপক্ষে সে-ই তাদেরকে ধ্বংস করে, অথবা এরূপ ব্যক্তি নিজেই সর্বাধিক ধ্বংসপ্রাপ্ত। (মুসলিম)

(৩০)

সত্যিকারের তওবা গুণাহ্ মুছে দেয়ঃ

উচ্চারণঃ আন আবী উবায়দাতাবনি আবদিল্লাহি আন আবীহি ক্বালা ক্বালা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আততাইবু মিনায্যানবি কামাল্লা যানবা লাহু। (ইবনে মাজা)

অর্থাৎ- আবু উবায়দা বিন আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তার বাবাকে এই কথা বলতে শুনেছেন যে, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, পাপ হতে সত্যিকারভাবে তওবাকারী, সেই ব্যক্তির মত যার কোন পাপ নাই। (ইবনে মাজা)

(৩১)

মুমিন এক গতে দু'বার দংশিত হয় না

উচ্চারণঃ আন আবি হুরাইরাতা (রা.) আনিন নাবীয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আন্নাহু ক্বালা লা ইউলদাগুল মু'মিনু মিন জুহরিও ওয়াহিদিন মাররাতাইন। (বুখারী)

অর্থাৎ- হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মুমিন এক গর্তে কখনই দুবরা দংশিত হয় না। (বুখারী)

(৩২)

সদাচরণ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আমল নাইঃ

উচ্চারণঃ আন আবিদ দারদায়ি আনিন নাবীয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ক্বালা মা মিন শাইইন ফিল মিযানি আছক্বালা মিন হুসনিল খুলুক। (আবু দাউদ)

অর্থাৎ- হযরত আবু দারদা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহর মাপে মানুষের উৎকৃষ্ট চরিত্রের চেয়ে ওজনদার আর কিছুই নাই। (আবু দাউদ)

(৩৩)

পরজাতির সম্মানিত ব্যক্তিগণকে সম্মান করঃ

উচ্চারণঃ আনিবনি উমারা ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইযা আতাকুম কারিমু কাউমিন ফা আকরিমুহু (ইবনে মাজা)

অর্থাৎ- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন তোমাদের সামনে কোন গোত্র বা জাতির প্রধান ব্যক্তি উপস্থিত হয়, তখন তার যথাবিহিত সম্মান কর। (ইবনে মাজা)

(৩৪)

শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই তার মুজুরী দাওঃ

উচ্চারণঃ আন আবদিল্লাহিবনি উমারা ক্বালা ক্বালা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আ'তুল আজিরা আজরাহু ক্বাবলা আইয়্যাজিফ্ফা আরাকুহু। (ইবনে মাজা)

অর্থাৎ- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, শ্রমিকে তার ঘাম শুকানোর পূর্বেই মুজুরী প্রদান কর। (ইবনে মাজা)।

(৩৫)

সেটাই নিকৃষ্ট ভোজ যাতে কেবল ধনীরা আমন্ত্রিতঃ

উচ্চারণঃ আন আবি হুরায়রাতা ক্বালা ক্বালা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মাররুত্তাআমাল ওয়ালিমাতু ইউদ্‌আ লাহাল আগনিআউ ওয়া ইউতরাকুল ফুকারাউ ওয়ামান তারাকাদ দাওয়াতা ফাকাদ আসাল্লাহা ওয়া রাসুলাহ। (বুখারী)

অর্থাৎ- হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সেই ধরনের ভোজ খুবই নিকৃষ্ট যেখানে শুধু ধনীদের নিমন্ত্রণ করা হয় এবং গরীবদের বাদ দেয়া হয়। আর যদি কোন ব্যক্তি কারো নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে, সে (প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের (বাংলা অর্থ) আদেশ অমান্য করে। (বুখারী)

(৩৬)

উপরের হাত নীচের হাত অপেক্ষা উত্তম

উচ্চারণঃ আন আবদিল্লাহিবনি উমারা (রা.) আন্না রাসুলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ক্বালা ওয়া হুয়া আলাল মিমবারি ওয়া হুয়া ইয়াযকুরুস সাদাক্বাতা ওয়াত তায়াফফুফা আনিল মাসআলাতি আল ইয়াদু'ল উলইয়া খাইরুম মিনাল ইয়াদিস সুফলা। (মুআত্তা ইমাম মালেক)

অর্থাৎ- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার রসুলুল্লাহ (সা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি এক পর্যায়ে দান-খয়রাত করার তাগিদ করলেন এবং তার সঙ্গেই ভিক্ষা করা হতে বিরত থাকবার প্রসঙ্গ টেনে বললেন, উপরের হাত (অর্থাৎ-দানশীল ব্যক্তি) নিচের হাত (অর্থাৎ-দান গ্রহনকারী ব্যক্তি) অপেক্ষা অধিক উত্তম। (মুয়াত্তা ঈমাম মালেক)

(৩৭)

স্বীয় উত্তরসূরীদেরকে ভাল অবস্থায় রেখে যাওঃ

উচ্চারণঃ আন সা'দিবনি আবি ওয়াক্কাসিন (রা.) ক্বালা জাআন্ নাবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইয়াউদুনি ওয়া আনা বিমাক্কাতা ফাকালা ইন্নাকা ইন্ তাযার ওয়ারাসাতাকা আগনিয়াআ খাইরুম মিন আন তাযারাহুম আলাতান ইয়াতাকাফফাফুন্নাসা। (বুখারী)

অর্থাৎ- হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) আমাকে দেখার জন্য আসলেন, এই বলে যে আমি অসুস্থ ছিলাম তখন আমি মক্কায় অবস্থান করছিলাম। রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমার

উত্তরাধিকারীদের হত-দরিদ্র করে মানুষের কাছে হাত পেতে বেড়ানোর অবস্থায় রেখে যাবার চেয়ে তাদেরকে সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া তোমার পক্ষে অধিক উত্তম।" (বুখারী)

(৩৮)

প্রত্যেকেই জিম্মাদার এবং তার অধীনস্তদের জন্য জবাবদিহি করতে হবেঃ

উচ্চারণঃ আনিবনি উমারা (রা.) ক্বালা ছামি'তু রাসুলাল্লাহি সাল্লাল্লাহি আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইয়াক্বুলু কুল্লকুম রাইন ওয়া কুল্লকুম মাছউলুন আররাইয়াতিহি। (বুখারী)

অর্থাৎ-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে আমি রসুলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি তোমরা প্রত্যেকেই (স্ব-স্ব ক্ষেত্রে) একেকজন শাসক এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তোমাদের অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (বুখারী)

(৩৯)

জ্ঞানার্জন মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরযঃ

উচ্চারণঃ আন আনাছিন ক্বালা ক্বালা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাবাবুল ইলমি ফারিযাতুন আলা কুল্লি মুসলিমিও ওয়া মুসলিমাতিন। (ইবনে মাজা)

অর্থাৎ- হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য 'ফরয'। (ইবনে মাজা)

(৪০)

প্রত্যেক জ্ঞানের কথা মুসলমানদের হারানো সম্পদ ঃ

উচ্চারণঃ আন আবি হুরায়রাতা ক্বালা ছামি'তু রাসুলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইয়াক্বুলু কালিমাতুল হিকমাতি যাল্লাতুল মুমিনি ফাহাইছু মা ওয়াজাদাহা ফাহুয়া আহাক্কু বিহা। (তিরমিযি)

অর্থাৎ- হযরত আবু হুরায়রাতা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি রসুলুল্লাহ (সা.)- কে বলতে শুনেছি, জ্ঞান-বিজ্ঞান মুসলমানদের হারানো সম্পদ। যেখানেই তা পাবে, সংগ্রহ করবে। কেননা সে-ই এর প্রকৃত হকদার। (তিরমিযি)